মূল ১

কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

আমি সাধারনতঃ গল্প লিখি। অনেক পাঠক পাঠিকারাই, বলে থাকে, আমার লেখাতে কোন বক্তব্য থাকেনা। তাই অনেকেই পড়েনা। অনেকে আবার ভুলে পড়ে ফেলে, তুই তুকারী করে, আমার লেখাকে একটি বিশেষ বিশেষনে অভিহিত করে, কেনো এইসব লিখি, জানতে চায়। আমি আসলে, সমাজের ছোটখাট সমস্যা গুলোকে গল্পের আকারে লিখি। বড় বড় সমস্যা নিয়ে ভাবার মতো অনেক লোক আছে, পৃথিবীতে। ছোট খাট ব্যাপারগুলো, সবাই এড়িয়ে যায়, অতি সহজেই। অথচ, আমি পারিনা। তাই অনেকটা আত্মতৃপ্তির জন্যেই লিখি।

ইদানীং, ছোটখাট একটা সমস্যা চোখে পড়ছে, নেটের একটি বিশেষ ফোরামে। তাই, সেই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু লিখবো বলে ইচ্ছে করলাম। যেহেতু, সব লেখালেখির একটি নাম থাকে, তাই, আমার এই লেখাটির কি নাম দেবো তাই নিয়েই ভাবছিলাম। আমার লেখার নামে, সাধারনতঃ দু অক্ষরের বেশী থাকেনা, অবশ্যই কার, ফলা, আর যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে। এই লেখাটির জন্যেও দু অক্ষরের একটি নাম ভাবছিলাম। আমি ঠিক করলাম, আমার এই লেখার নাম দেবো গোঁড়া। কারন, লেখালেখির প্রসংগটা, গোঁড়ামী সংক্রান্ত কিছু তর্ক বিতর্কের প্রবন্ধের, আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্যেই। ভেবে দেখলাম, শেষ পর্য্যন্ত একটা ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই নাম দিলাম মূল, মানে রুট, অরিজিন।

আমি নেটে এসেছি, খুব বেশী দিন হয়নি। নেটে আমার আগমন, ২০০৬ এর মে মাসে। তারপর, ক্রমে ক্রমে অনেকগুলো ইয়াহু গ্রুপের সদস্য হিসেবে, নিজেকে যুক্ত করেছি। তেমনি একটি গ্রুপের মেইল পড়তে গিয়েই, Response to Avijit Roy: Part - 2 {Bangla} টাইটেলের মেইলটি আমার দৃষ্টি আকর্ষন করলো। অভিজিৎ সাহেবকে লেখা, রায়হান সাহেব নামের এক ভদ্রলোকের কিছু কথা। টাইটেল থেকেই বুঝা যায়, তার আগের কিছু অংশ আছে। তবে এই অংশটিতে ধর্ম নিয়ে কিছু কথা ছিলো, যার আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, কারন, আগের সূত্র গুলো জানা ছিলো না বলে। অমি রায়হান সাহেবকে অনুরোধ করলাম, তার আগের লেখা এবং অভিজিৎ সাহেবের মন্তব্যগুলো, যদি দয়া করে আমাকে জানানো হয়। কারন, আমি আগেই বলেছি, নেটে আমার আগমন, অনেক দেরীতে, আর, উপরোক্ত মেইলটি, যে গ্রুপের মেইলে ছিলো, সেই ইয়াহু গ্রুপের সদস্য হিসেবে, নিজেকে যুক্ত করেছি, মাত্র পনের ষোল দিন হবে।

রায়হান সাহেব আমাকে, যে লিংকগুলো পাঠালেন, তাতে করে, অভিজিৎ সাহেবের, সতাশ পৃষ্ঠার নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধটি চোখে পড়লো। ব্যাস্ততার এই যুগেও, একটি লেখার প্রতিবাদ করতে গিয়ে, সতাশ পৃষ্ঠার নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখেছেন, অভিজিৎ সাহেব, আর পাঠক হিসেবে, না পড়লে মনে হয়, তার লেখার সার্থকতাটা থাকবেনা ভেবে, পড়ে ফেললাম এক নিঃশ্বাসে।

আমি এই লেখার শুরতেই লিখেছিলাম, আমি ছোটখাট সমস্যা নিয়ে ভাবি, এবং লিখি। বড় সমস্যাগুলোর জন্যে, জ্ঞানী গুনীরা আছেন। আমি আরো লিখেছি, ইদানীং, ছোটখাট একটা সমস্যা চোখে পড়ছে, নেটের একটি বিশেষ ফোরামে। কিন্তু, অভিজিৎ সাহেবের লেখা, এবং রায়হান সাহেবের সিরিজ উত্তরগুলো পড়ে, সমস্যাটাকে ছোট মনে হলোনা আমার। বড় সমস্যা নিয়ে আমি ভাবিনা বলে, এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, তর্ক বিতর্কের প্রবন্ধগুলোর মাঝে, ছোট ছোট কিছু সমস্যা নিয়ে, লিখবো বলে ভাবছি।

আমি প্রথমেই ক্ষমা নিতে চাই, এই জন্যেই যে, কারো মনকে আহত করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা যেমনি আমার নেই, ঠিক তেমনি, কারো বিশ্বাসকে অবহেলা করার, অবকাশও এই লেখার উদ্দেশ্য নয়।

প্রথমেই আসি, রায়হান সহেবের লেখার সূচনা ধরে। তিনি মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ নিয়ে লিখতে চেয়েছেন। মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ তো থাকবেই। মুদ্রার এই পিঠে রয়েছে, আজকের দিনে মনে করা, ছোট সমস্যা, আর অপর পিঠে রয়েছে, আজকের মনে করা, এই ছোট সমস্যাটাই, পরবর্তী দিনের বড় সমস্যা। আর, ছোট সমস্যাগুলোকে যারা এড়িয়ে যায়, তারা বড় অপরাধী।

রায়হান সাহেব তার প্রবন্ধে, ডারউইনের বিবর্তন নিয়ে লিখেছেন। ব্যাক্তিগত ভাবে, ডারউইনের মতবাদে, আমি বিশ্বাসী কি, বিশ্বাসী না, সেই প্রসংগে যাবোনা। কারন, এই ব্যাপারে কোন, মন্তব্য করলে, আবার, অভিজিৎ সাহেব, ৫৪ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লিখে বসবেন। অথবা, রায়হান সাহেব, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বইগুলো, পুনরায় পড়তে শুরু করবেন, উপযুক্ত উদৃতি দেবার জন্যে। এইসব বড় সমস্যাগুলো, তাই বারবার এড়িয়ে যাই আমি।

আমার কাছে, ছোট সমস্যা মনে হয়েছে, অভিজিৎ সাহেবের, *এক বিবর্তনবাদে সংশয়ীর প্রত্যুত্তরে,* প্রবন্ধের কয়েকটি বিশেষ লাইন। তিনি লিখেছেন,

বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্ব বা তথ্যের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করতে গেলে একটি মিনিমাম লেভেলে হলেও জ্ঞানের ভিত্তিটুকু থাকা চাই।

তিনি কথাটিতে কি বুঝাতে চেয়েছেন, আমার বোধগম্য নয়। তিনি কত বড় বিজ্ঞানী আমার জানা নেই, আমার ধারনা, স্বয়ং, স্বীকৃত বিজ্ঞানীরাও বোধ হয় এই কথা বলতে পারবেনা। আজকে যা হাস্যকর, আগামীকাল তা কঠিন আশ্রয়। জী, আমি নিজে বিবর্তনে বিশ্বাস করি, তবে তা অন্য রকম ভাবে। ধর্মও বিবর্তনের ফসল। আমি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্হ পড়েছি। সব গ্রন্হের মূল কথা একই, তবে বিবর্তিত রূপে যুগে যুগে মানুষের কাছে এসেছে, বিভিন্ন রূপে। মানুষ, ধর্মকে ঠিক তখুনিই মেনে নেয়, যখন ধর্ম প্রচারকের কোন যুক্তির সাথে সে পেরে উঠে না। যারা ধর্মে অন্ধ বিশ্বাসী তাদের কথা আলাদা। যদি, ধর্মগুলো মিথ্যেই হতো, তাহলে, যুগ যুগ ধরে ধর্মগুলো টিকে থাকতোনা।

বিজ্ঞান ঠিক একই রকম। একটি তত্ত্বে, যখন বিপক্ষে দাঁড় করনোর মতো কোন যুক্তি থাকেনা, ঠিক তখুনিই এটি বিজ্ঞানে জায়গা করে নেয়। তাই বলে এটিই যে, শেষ তত্ত্ব, তা নিশচয় করে কেউ বলতে পারে না। কারন, বিজ্ঞান যারা তৈরী করেন তারাও মানুষ। মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে, বিজ্ঞানীদেরও আছে। এক সময়ে, অনুকে পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কনা বলা হতো। অথচ, ইলেকট্রন, প্রোটন, তারপর আবার মেসন, এইগুলো, প্রমান করে দেয় যে, বিজ্ঞানের শেষ বলে কোন কথা নেই। হুম, আভিজিৎ সাহেবের কথাই ঠিক, সবই সম্ভব হয়েছে সংশয় থেকে। সংশয় না থাকলে, অনু পরমানুর বাইরে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কনাকে কেউ জানতোনা। আজকের ডারউইনের মতবাদে, অনেকের সংশয় আছে বলেই, আগামীকাল নুতন তত্ত্বের আবির্ভাব হবে, এটাই সত্য।

আর ধর্মকে বাদ দিয়ে, বিজ্ঞান হয়না। পৃথিবী ঘুরে না, সূর্য্য ঘুরে, সবই তো, বিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছে, কিছু যুক্তি ভিত্তিক ধারনা থেকে। নিশচয়ই, সূর্য্যের বুকে দাড়িয়ে, কোন বিজ্ঞানী, পৃথিবীর ঘুর্নন দেখেনি। যা যুক্তি আছে, তা হলো, একটি বস্তুর সাপেক্ষে, অন্য বস্তুটি চলমান। চাঁদের বুকে দাঁড়িয়ে মনে হয়, পৃথিবী ঘুরছে, আবার পৃথিবীর বুক থেকে মনে হয়, চাঁদ ঘুরছে। তেমনি, অন্য সব গ্রহ নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও একই। যেহেতু, সূর্য্যের বুকে কেউ যেতে পারেনি, তাই বিজ্ঞানীরা, উপসংহার দিয়েছেন, সূয্যি মামা চুপচাপ বসে আছে, আর তার চারিদিকে সবাই ঘুরছে।

এমনও তো হতে পারে, পৃথিবী মা, চুপচাপ বসে আছে, তার চারিদিকে, সূয্যি মামা, চাঁদ মামা, মঙ্গল চাচা সহ সবাই, ঘুর ঘুর করছে। ধর্ম কে এড়িয়ে যাবার জন্যে, এক শ্রেনীর জ্ঞানীরা, কিছু যুক্তি প্রদান করে থাকেন। আর যারা ধর্ম নিয়ে ভাবেন, তারা নিজেদের সৎ জ্ঞানের অভাবে, এই সব বড় বড় ঝামেলা থেকে এড়িয়ে যান, ঠিক আমার মতোই। কারন, দেখানোর মতো, কোন যুক্তি তখন থাকেনা। তখন, বলে ফেলেন সহজ করে, আমার ধর্ম আমার কাছে, তোমার ধর্ম তোমার কাছে। এর বড় কারন, হলো, যারা ধর্ম নিয়ে ভাবেন, তারা জীবনকে সহজ করে চান। অথচ, ধর্ম এত সহজ নয়। ধর্ম টিকে আছে, বিজ্ঞানের অনুদানে। আর বিজ্ঞান টিকে আছে ধর্মের ছায়াতে।